Economic Relations Division
Development Effectiveness Wing

National Policy on Development Cooperation (Draft and Not for Quotation)

ATTENTION:

Comments may be forwarded to:
Mr. Aftab Ahmad, Joint Secretary, ERD Email: aftab2860@gmail.com
Dr. Md. Rezaul Bashar Siddique, Deputy Secretary, ERD Email: mrbsiddique@gmail.com

খসড়া জাতীয় উন্নয়ন সহযোগিতা নীতিমালা

No.	TEXT	TRANSLATION
	Background Bangladesh has achieved significant development progress in recent years due to remarkable improvement in domestic resource mobilization (DRM), a prudent policy approach in fiscal management and the emergence of a resilient and vibrant private sector. Steady economic growth of the country has contributed to reducing country's dependence on foreign assistance which was critically high during the first two decades after independence. While ODA is increasing in absolute numbers, it is declining as a percentage of GDP, mainly to the creditof a well performing economy. Despite sustained economic progress and private sector's strong role in national economic development, international development cooperation or foreign assistance still has room to play a catalytic role in Bangladesh's economic and social development. However, the country faces a distinctive set of	**প্রেক্ষাপট** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অগ্রগতি সাধন করেছে। বস্তুত, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, দূরদর্শী আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষম গতিশীল বেসরকারি খাতের অবদানের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশক বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল থাকলেও সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে এই নির্ভরশীলতা ব্যাপভাবে হ্রাস পাচ্ছে। যদিও সাংখ্যিক বিচারে মোট বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা হার হিসাবে এর পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতির অব্যাহত অগ্রযাত্রার ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্রমশ বৃদ্ধিই যার মূল কারণ। টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা বা বৈদেশিক সহায়তা এখনও জাতীয় উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে, বৈদেশিক সহায়তা বিশেষ করে এর

	challenges relating to foreign assistance, and more specifically to its effective use. Globally, the international community has been striving to harness the benefits of development cooperation and accordingly several high level meetings on development cooperation (Paris 2005, Accra 2008, Busan 2011, among others) set out clear commitments to be adhered to bothby providers of development cooperation and the partner countries. Bangladesh is highly committed to the international declarations and commitments relating to aid and development effectiveness, effective development cooperation and sustainable development goals. It is an active participant in the global forums on development effectiveness, which includes South-South dialogue, multilateral and bilateral discussion platforms. In addition, significant changes and shifts have taken place in development cooperation landscape in recent years. Along with traditional development partners mainly belonging to the OECD, some southern countries have emerged as important source of economic and technical cooperationfor the Global South including Bangladesh. With the launching of new multilateral and regional financial institutions it is foreseen that there may be important changes in multilateral lending system, as well.In the wake of severe challenges caused by climate change, climate financing is emerging as a major window of development financing which is expected to have larger implications over overall development cooperation and interventions to ensure sustainable development within the SDG regimeand beyond. Finally, as Bangladesh is now categorized as a “lower middle income country”, the nature of external financing is expected to evolve and become less	কার্যকর ব্যবহার নিয়ে স্পষ্টতঃই কিছু সমস্যা আছে। উন্নয়ন সহযোগিতার সুফলকে আরও কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কাজ করে যাচ্ছে।এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (প্যারিস ২০০৫, আক্রা ২০০৮, বুসান ২০১১ ইত্যাদি) যেখানে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদানকারী ওঅংশীদারদেশসমুহ উভয়ের জন্য পরিপালনযোগ্য সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তার কার্যকারিতাএবং ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘোষণা বাস্তবায়নে বিশেষভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দক্ষিণ-দক্ষিণ সংলাপসহ কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত বৈশ্বিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ও ই সি ডি ভুক্ত উন্নয়ন সহযোগীরা ছাড়াও দক্ষিণের উদীয়মান দেশ সমূহ অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ও আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আবির্ভাবের প্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বহুপাক্ষিক ঋণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হবে।একই সঙ্গে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহের প্রেক্ষাপটে ‘জলবায়ু অর্থায়ন’ উন্নয়ন সহযোগিতার একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যাটেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ও তারও পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষে সামগ্রিক উন্নয়ন সহযোগিতা কাঠামোর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। সবশেষে, বাংলাদেশ যেহেতু এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে স্বীকৃত, এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে আসা উন্নয়ন সাহায্যের গতি প্রকৃতিতে আরও বিবর্তন সাধিত হবে এবং রেয়াতি ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাবে। এমতাবস্থায়, উন্নয়ন অর্থায়নের সরকারী, বেসরকারি, বাণিজ্যিক, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিকল্প উৎসসমূহ আরও বেশী মাত্রায় আহরণের প্রয়োজন হবে।

	concessional over time. Alternative resources for development – public, private, commercial, domestic and external – will need to be mobilised even more. All these changes, both at the country and international level, require a concrete and coherent policy response from the government to use foreign assistance in a more effective and efficient way to support the economic development of the country and ultimately realize greater development results. Institutional arrangements, dialogue mechanisms and partnership modalities regarding resource mobilization, allocation, delivery, reporting and monitoring already exist in Bangladesh but they are spread over several government documents issued at different times and covering many issues, sometimes based on practice rather than policy. In this context, there is a need to develop a policy document to handle development cooperation strategically, according to the country's own development objectives and priorities. The National Policy on Development Cooperation (NPDC) will therefore be a consolidated framework for mobilising and managing international development cooperation.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা উন্নয়নের ফলাফল নিশ্চিত করার নিমিত্ত বৈদেশিক সহায়তাকে কার্যকর ও দক্ষভাবে ব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা আহরণ, বরাদ্দ, বিতরণ, প্রতিবেদন তৈরি ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সংলাপ পদ্ধতি এবং অংশীদারিত্বের ধরন সম্পর্কিত কিছু নির্দেশনা বিদ্যমান থাকলেও সেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে জারিকৃত সরকারের বিভিন্ন নীতি দলিলে বিবৃত আছে। কখনো কখনো এসব বিষয় পূর্ববর্তী দাপ্তরিক চর্চার (official practices)ভিত্তিতেও নির্ধারিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী উন্নয়ন সহযোগিতা পরিচালনা করার জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। সার্বিকভাবে উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা বৈদেশিক সহায়তা ও উন্নয়ন কার্যকারিতা সংক্রান্ত একটি সমন্বিত নীতি-কাঠামো হিসেবে কাজ করবে।
1.	**PART I: INTRODUCTION** **1.1. Name and Commencement** The name of the Policy is 'National Policy on Development Cooperation'. The Policy shall come into effect from the date of approval by the government. **1.2. Goal of the Policy** The goal of the National Policy on Development Cooperation (NPDC) is to ensure that development assistance follows national priorities as	**পরিচ্ছেদ ১ঃ সূচনা** **১.১ নাম ও প্রারম্ভ** এই নীতিমালাটি 'জাতীয় উন্নয়ন সহযোগিতা নীতিমালা' হিসেবে আখ্যায়িত হবে। এই নীতিমালাটি যেদিন সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হবে, সেদিন থেকে এটি কার্যকর বলে ধরা হবে। **১.২. নীতিমালার লক্ষ্য** উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা যেন বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার অনুযায়ী এবং সার্বিক উন্নয়ন

	determined by the country and supports the country's development efforts and brings benefits to the lives of the people. **1.3. Objectives of the policy** The following specific objectives of this Policy shall be maintained while managing and implementing development cooperation at the country level. (1) To provide a **coherent and integrated institutional and policy approach** to development cooperation to ensure that it is need-based and result-oriented and does not pose challenge or significant risks to debt sustainability of the country; (2) To encourage**alignment of development cooperation** with national developmental priorities and country systems; (3) To ensure **effective utilization** of external resources to achieve development goals; (4) To strengthen **national capacity** and **inter-Ministry collaboration** in resource mobilization and utilization; (5) To support **inclusive partnership** among all development actors. (6) To reinforce **transparency and accountability,** and value for money at all stages of development efforts.	প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করা। **১.৩নীতিমালার উদ্দেশ্য** উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পষ্ট, কার্যকর ও সমন্বিত পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বৈদেশিক সহায়তা আহরণ ও তার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এ নীতিমালার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে— (১) উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সুসঙ্গত এবং কৌশলগত পদ্ধতি উপস্থাপন করা; যেন সকল প্রকার উন্নয়ন সহযোগিতা কর্মকাণ্ড প্রয়োজন ও ফলাফল ভিত্তিক হয় এবং তা দেশের ঋণের স্থিতিশীলতা ক্ষেত্রে কোনও নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। (২) উন্নয়ন সহযোগিতা বাস্তবায়নে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং জাতীয় পদ্ধতির সাথে উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি-পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা (alignment) নিশ্চিতকরা; (৩) উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা; (৪) বৈদেশিক সহায়তা আহরণে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মধ্যে আন্তঃসহযোগিতা বৃদ্ধি করা। (৫) উন্নয়ন কর্মসংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান করা (৬) উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অর্থের অধিক উপযোগিতা নিশ্চিত করা
	1.4. Scope and applicability The Policy shall be applicable to the mobilization and effective utilization of external resources for development interventions in Bangladesh. The Policy provides guidance to support implementation of domestic and international commitments for development cooperation and its	**১.৪ব্যাপ্তি ও প্রযোজ্যতা** এ নীতিমালাজাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বৈদেশিক সম্পদ আহরণ এবং এর কার্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উন্নয়ন সহযোগিতা ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এ নীতিমালা প্রয়োজনীয়

	effectiveness. External resources in the form of development cooperation include ODA[1] (grants and concessional loans), vertical funds[2] and funds from international foundations[3], climate-funds, aid for trade, non-concessional loans, commercial borrowings, and other sources of cooperation such as south-south and triangular cooperation and any form of cooperation commensurate with qualifications of development cooperation.	নির্দেশনা প্রদান করবে। সরকারি উন্নয়ন সহায়তা বা ওডিএ (অনুদান ও রেয়াতি ঋণ), বিশেষায়িত বা ভার্টিক্যাল তহবিল এবং আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন, জলবায়ু তহবিল, বাণিজ্যের জন্য সহায়তা, অ-রেয়াতি ঋণ, বাণিজ্যিক ঋণ এবং সহযোগিতার অন্যান্য উৎস যেমন দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতাসহ যেকোনো প্রকার বহিঃস্থ উন্নয়নসহযোগিতা বৈদেশিক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত হবে।

[1]As defined by the Development Assistance Committee (DAC) of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).

[2] For example, the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), and the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

[3] For example, Bill & Melinda Gates Foundation, Open Society Foundations, Ford Foundation, United Nations Foundation etc.

[4] IMF credits, special borrowings by the Ministry of Food, Bangladesh Shipping Corporation, Bangladesh Biman, Bangladesh Petroleum Corporation, assistance for defence and special assistance during disaster and natural calamity shall remain beyond the scope of this Policy.

2.	**1.5. Management of the policy** In consonance with the government's Allocation of Business, Economic Relations Division (ERD) of the Ministry of Finance shall be responsible for ensuring the implementation of this Policy. ERD shall also be the principal administrative Division for proposing any amendment, alteration or revision in the Policy in future for approval by the government.	**১.৫নীতি ব্যবস্থাপনা** সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে কর্মবন্টন সংক্রান্ত (Allocation of Business amomng the Different Ministries and Diviisons) বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রধান সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ভবিষ্যতেএ নীতিমালার কোনো সংশোধন, পরিবর্তনের প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
	1.6. Communication with Development Partners (DPs) The primary role of communication and liaising with development partners for financial and technical assistance on behalf of the government is vested in ERD in accordance withits role mandated in the Allocation of Business. In order to ensure coordinated communication and avoid multilayered and parallel correspondence, other government ministries and/or agencies shall communicate with development partners for financing proposal either through or withappropriate information providedtoERD. However, ERD shall maintain strong collaboration and consultation with Planning Commission and the line Ministries/Divisions in this connection to ensure that national priorities are rightly communicated and protected.	**১.৬ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ** সরকারের Allocation of Business এর নির্দেশনা অনুসারে ই আর ডি সরকারের পক্ষে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাজনিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। সমন্বিত যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ এবং বহুস্তরবিশিষ্ট ও সমান্তরাল যোগাযোগ পরিহারের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা সংস্থা ইআরডি'র মাধ্যমে অথবা ইআরডি'র সম্মতিক্রমে কোন উন্নয়ন সহযোগীর নিকট বৈদেশিক সহায়তার অনুরোধ বা প্রকল্প প্রস্তাব বা ধারণাপত্র দাখিল করবে।উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যক্রমে জাতীয় অগ্রাধিকার রক্ষার স্বার্থে ই আর ডি, পরিকল্পনা কমিশন ওঅন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা সংস্থার সাথে গভীর ভাবে কাজ করবে।
	PART II: KEY STRATEGIC PRINCIPLES TO BE OBSERVED IN DEVELOPMENT COOPERATION This Policy contends that the importance of external assistance for the country does not lie in its volume, but in its quality and effectiveness. It aims to establish development cooperation based on mutual respect and shared priorities of promoting inclusive, sustainable and equitable	**পরিচ্ছেদ ২ঃউন্নয়ন সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতি ও নির্দেশাবলী** এই নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় উন্নয়ন সহায়তার কার্যকারিতা সহায়তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, বরংনির্ভর করে সহায়তার গুণগত মান ও কার্যকারিতার উপর ।তাইএ নীতিমালা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসইও দেশের অগ্রাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন

	partnership based on country development strategies. The Policy therefore, proposes the following strategic principles to be practiced in external resource management and implementation. **2.1 Country Ownership** All development interventions, be they funded by domestic or external resources, should be based on the priorities set by the national development planning and budgeting process. The government shall lead the development cooperation process in accordance with global agreements and consensus expressed and adopted in several high-level global forums and meetings on development effectiveness. In practical sense, the government shall ensure that development cooperation follows the country needs and priorities. **2.2 Alignment and Harmonization** The Development Partners (DPs) shall be required to programmeme their support to the country over a multi-year timeframe synchronized as much as possible with the planning system of the government. They shall align their support with strategic development priorities of the government. Development cooperation shall be implemented through government systems and institutions as much as possible and use of parallel or special implementation unit shall not be encouraged. Project staffs shall be required to work under the direct guidance of government's leadership. All DPs shall follow to the extent possible common reporting procedure. **2.3 Transparency** All data regarding development cooperation, both on-budget and off-budget, shall be publicly accessible. ERD's online Aid Informational	সহযোগিতা সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করবে।এমতাবস্থায়, উন্নয়ন সহযোগিতা ব্যবস্থাপনায় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নিম্নোক্ত কৌশলগত নীতিমালা অনুসৃত হবে। **২.১ জাতীয় মালিকানা** অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ বা বহিস্থ উৎস নির্বিশেষে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় বর্ণিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। কার্যকর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সভা ও সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তি ও সমঝোতা মোতাবেক সরকারের নেতৃত্বে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যক্রমযেন দেশের বৃহত্তর প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা সরকার প্রায়োগিকভাবে নিশ্চিত করবে। **২.২ সামঞ্জস্যতা ওসমন্বয়** উন্নয়ন সহযোগীরা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিন থেকে পাঁচ বছর ভিত্তিক (multi-year)সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করবে। উন্নয়ন সহযোগীরা সরকারের কৌশলগত উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সহায়তা কর্মসূচি নির্ধারণ করবে।উন্নয়ন সহযোগীগণ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতিব্যবহার করে উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং এক্ষেত্রেসমান্তরাল বা বিশেষ বাস্তবায়ন ইউনিটের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে । প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকারের নেতৃত্বে ও সরাসরি নির্দেশনায় কাজ করতে বাধ্য থাকবে। সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদের কার্যক্রমসমুহের প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে একটি সমরূপ প্রণালী ব্যবহার করবে। **২.৩ স্বচ্ছতাঃ**

	Management System (AIMS), which is compliant with the IATI standards, shall be the primary means of data reporting, sharing and display. **2.4 Sustainability of Results** At project or programme level, interventions shall be contextualized with national and/or sector policy and be designed, from the beginning, for ownership by a government agency and for eventual hand-over of project outputs to the government actors, as appropriate, to ensure sustainability of results. Where relevant, project achievements and initiatives should easily be absorbed in the government's recurrent budget after project closure, avoiding the need for continuous dependence on DP funding. Every DP intervention should come with a clear exit strategy as part of knowledge management, encouraging replication of good practices.	উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্কিত জাতীয় বাজেটভুক্ত ও বাজেট বহির্ভূতসকল উপাত্ত সর্বসাধারণের নিকট সহজলভ্য করতে হবে। ই আর ডি'র অনলাইন ভিত্তিক এবং'আই এ টি আই' (IATI মানসম্মত এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এইমস, এ সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ ও তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন পেশ করবার প্রাথমিক মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। **২.৪ টেকসই ফলাফল** উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচির ফলাফল টেকসই বা স্থায়ী করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীগণ জাতীয় বা সেক্টর উন্নয়ন নীতি ও অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রকল্প এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে যাতে শুরু থেকে প্রকল্প/কর্মসূচিতে জাতীয় মালিকানা নিশ্চিত হয় এবং প্রকল্পের ফলাফল বা আউটপুট সরকার পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যায়। উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের উপর নিরন্তর নির্ভরতা পরিহারের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পরপ্রকল্পের সাফল্য বা বিভিন্ন উদ্যোগ সরকারের আবর্তকবাজেটে (recurrent budget) আত্তীকরণ করতে হবে। জ্ঞান ব্যবস্থাপনার(knowledge management) অংশ হিসাবে, প্রত্যেক উন্নয়ন সহযোগীতাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি স্পষ্ট সমাপন কৌশল (exit strategy) সুপারিশ করবে, যাতে করে উক্ত কার্যক্রমে ব্যবহৃত উত্তম কর্মাচারসমূহের ভবিষ্যৎ অনুকরণ/ পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত করা যায়।
3.	**PART III: DEVELOPMENT COOPERATION MANAGEMENT** **3.1. Determining Aid Modalities** Development assistance is channelled through different modalities; however, not all modalities are equally beneficial. Therefore, the aid modality shall be determined considering the objectives and priority of any given development project/programme having complied with key strategic principles of development cooperation. Following is thegovernment's policy directives to determine the appropriate	**পরিচ্ছেদ ৩ঃউন্নয়ন সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা** **৩.১বৈদেশিক সহায়তার ধরননির্ণয়** বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে- যার সবগুলো সব অবস্থায় কার্যকরী নয়। তাই, বৈদেশিক সহায়তার উপযুক্ত প্রকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগিতার মুল নীতি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোনও একটিনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।বৈদেশিক সহায়তার উপযুক্ত প্রকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত নির্দেশমালা হবে

	financing modality and approach. **3.1.1** **General and Sector Budget Support:**Government's first preference is to receive external assistance as **general budget support** or **sector budget support**, in order to increase government ownership, promote alignment to national priorities and strengthen government systems to the maximum extent possible, which encourages Public Financial Management (PFM) and avoids aid fragmentation. **3.1.2** **Grants:** This form of assistance is particularly relevant for programmes and projects focusing on technical assistance and institutional capacity development. Grants are particularly prone to low country ownership. Ownership principles and guidelines outlined in this policy must be strictly applied in order to encourage ownership. **3.1.3** **Concessional loans:** Loans have the potential of triggering stronger country ownership than grants as they require repayment and are channeled through government systems. Grants and concessional loans are more appropriate for fragile and vulnerable economies. Concessional loans are particularly well-suited to address a lack of long-term financing(for example, education, roads and bridges, irrigation, railway, urban infrastructure etc). Loans having a grant element of at least 25% may be considered as Concessional Loan	নিম্নরূপ – **৩.১.১সাধারণ ও সেক্টরবাজেট সহায়তা (Budget Support):** উন্নয়ন কর্মসূচীতেজাতীয় মালিকানা বৃদ্ধি, জাতীয় অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার অনুসৃত নিয়ম- পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ তথা বৈদেশিক সহায়তা খন্ডায়ন রোধ ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ নিশ্চিতের ক্ষেত্রেসরকারের জন্য সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ধরন হচ্ছে সাধারণ বাজেট সহায়তা বা সেক্টর বাজেট সহায়তা। **৩.১.২ অনুদান (Grants and Concessional Loans):** এ ধরনের সহায়তা বিশেষভাবে কারিগরি সহায়তা বা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প বা কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। অনুদান সহায়তার ক্ষেত্রেজাতীয় মালিকানা নিশ্চিত করার সুযোগ খুব কম। অনুদান সহায়তায়জাতীয় মালিকানা উৎসাহিত করার স্বার্থেতাই এই নীতিমালায় উল্লিখিত জাতীয় মালিকানা সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ অনুদান সহায়তার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পালন করা হবে। **৩.১.৩ রেয়াতি ঋণঃ** রেয়াতি ঋণ পুনরায় পরিশোধ করতে হয় বিধায় এবং তা সরকারি রীতি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রবাহিত হয় বিধায় এ ক্ষেত্রে জাতীয় মালিকানা নিশ্চিত করার সুযোগ বেশী। অনুদান ও রেয়াতি ঋণ নাজুক অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য উপযোগী। শিক্ষা খাত, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ, সেচ, রেলপথ, নগরভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতিসহ যেসমস্ত খাতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের প্রয়োজন সেসমস্ত ক্ষেত্রে রেয়াতি ঋণ অধিকতর উপযোগী। কোন ঋণ সহায়তার ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ শতাংশ অনুদান থাকলে তা রেয়াতি ঋণ বলে বিবেচিত হবে। রেয়াতি ঋণের ক্ষেত্রে শর্তসমূহ অনেক সহজ হওয়া প্রয়োজন।

	Where loans are considered, they should have highly concessional terms. **3.1.4. Programme Approach:** Government prefers **programme support** to stand-alone projects as the later contributes to fragmentation, high transaction cost and low development results. Thus, the government encourages all development partners to collaborate and coordinate to explore opportunities for **joint financing or pooled funding**. Projects worth less than USD 10 million shall not be considered for resource mobilization as a stand-alone project. While planning, processing or approving the development projects or programmes, Planning Commission will encourage programme based approach to restrict the proliferations of stand-alone projects as well as to minimize the aid fragmentation. In order to promote sector based cooperation, the governmentexpects the DPs to allocate a substantial portionof ODA through sector wide approaches. **3.1.5. Global/Vertical Funds:** Government shall take effective measures to take benefits from **global or vertical funds** managed for specific objectives. The Sector Divisions of Planning Commission will adopt appropriate measures to align vertical funds with sector plans, and to bring such assistance on-budget. As for all external assistance, government requires that information on the financing under vertical or global funds be communicated to ERD via AIMS. Line ministries or other government agencies working in the same sector(s)/sub-sector(s) are to monitor that the funds are used aligning with	**৩.১.৪ কর্মসূচি সহায়তা (Programme Support):** সরকার স্বতন্ত্র প্রকল্প (stand-alone) সহায়তার তুলনায় কর্মসূচি সহায়তাকে অগ্রাধিকার দিবে। প্রকল্প সহায়তা বৈদেশিক সহায়তার প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি ও সহায়তার খন্ডায়ন বৃদ্ধি করে।অপরদিকে সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এর প্রভাবও অতি সামান্য।এমতাবস্থায়, সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ অর্থায়নবা পুল ফান্ড গঠনে উৎসাহিত করবে।একক বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে১০ মিলিয়ন ডলারের কম প্রস্তাব বৈদেশিক সহায়তা আহরণের জন্য গণ্য হবে না। স্বতন্ত্র প্রকল্প নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষে এবং বৈদেশিক সহায়তার খন্ডায়ন রোধকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচী পরিকল্পনা, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের সময় পরিকল্পনা কমিশন কর্মসূচীভিত্তিক পন্থাকে উৎসাহিত করবে। সেক্টরভিত্তিক সহায়তাকে উৎসাহিতকরণের অংশ হিসেবেপ্রত্যেক উন্নয়ন সহযোগীকে উন্নয়ন সহায়তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সেক্টর ব্যাপী (sector-wide) পদ্ধতিতে বরাদ্দ করতে হবে। **৩.১.৫বিশেষায়িত বা ভার্টিক্যাল তহবিল (Vertical Fund):** সরকার ক্ষেত্র বিশেষে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষায়িত বা ভার্টিক্যাল তহবিলের মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহন করতে পারে। বিশেষায়িত বা ভার্টিক্যাল তহবিল ছাড়করনের সময় যেন সরকারের খাত ওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বজায়ে থাকে এবং তা যেন বাজেটভুক্ত হয় পরিকল্পনা কমিশনের খাতভিত্তিক বিভাগসমুহ সেটি নিশ্চিত করবে। অন্যসকল বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার ন্যায় বিশেষায়িত বা ভার্টিক্যাল তহবিল সংক্রান্ত তথ্য এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ই আর ডি'র কাছে সরবরাহ করতে হবে। একই ভাবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও সংস্থাসমূহকেও প্রয়োজনীয়রূপে তদারক ও নিশ্চিত করতে হবে যেন এধরনের তহবিল জাতীয় নেতৃত্ব ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

	country priorities and under full country leadership. **3.1.6. Untied Aid:** Some development partners continue to "tie" their aid imposing restrictions relating to the source or nature of goods and services to be used. Tied aid is contrary to the spirit of international agreements on development effectiveness and has the well-known consequence of reducing the real value of the assistance by limiting competition in tendering and limiting the use of local markets. Government's preference is for all aid to be untied. As such, in principle supplier's credit and any modality of this kind shall be strongly discouraged. **3.1.6. Non-Concessional Loan:** While government's priority is concessional loans, **non-concessional loans** may be perused only for priority projects/programmes of the government under certain conditions. While approving any non-concessional loan, financial credibility of the government's borrowing agency (such as cash flow statement, internal rate of return of the investment, payback period etc.) shall be considered. The borrowing agency must guarantee that repayments shall be made from the proceeds of the investment. This type of loans can be considered for power generation, highways and strategic road network and flyover or underground network, air craft purchase etc. All non-concessional loans must require approval of the Standing Committee on Non-concessional Loan constituted under the leadership of the Finance Minister. The Committee shall also consider overall debt sustainability of the country by analysing different indicators of debt sustainability, and put its comments while approving any such loan. **3.1.8. Conditions ofacceptance**: The government will discourage	**৩. ১.৬ শর্তমুক্ত ঋণ (Untied Aid):** কিছু উন্নয়ন সহযোগী প্রকল্পে ব্যবহৃত পণ্য ও পরিসেবার প্রকৃতি ও উৎসের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে উন্নয়ন সহায়তাকে শর্তযুক্ত করে ফেলে, যা উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যকারিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণার পরিপন্থী। এ ধরনের বিধিনিষেধের ফলে দরপত্রের প্রতিযোগিতা এবং স্থানীয় পণ্যের ব্যবহার সীমিত হয়ে যায়এবং উন্নয়ন সহায়তার প্রকৃত কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তাই, সকল ক্ষেত্রে শর্তমুক্ত বৈদেশিক সহায়তা সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার পাবে। **৩.১.৭ অরেয়াতি ঋণঃ (Non-Concessional Loan)**বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে যদিও সরকার সাধারণভাবে শর্তমুক্ত ঋণকেই প্রাধান্য দেবে, ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন বিশেষ প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত ঋণ গ্রহন করা যেতে পারে। শর্তযুক্ত ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহনকারী সংস্থার আর্থিক নির্ভরযোগ্যতার বিষয়গুলি (যথা- নগদ প্রবাহ বিবরণী, অভ্যন্তরীণ বাট্টার হার,ঋণ ফেরতের সময়কাল ইত্যাদি) বিবেচনা করতে হবে। ঋণ গ্রহনকারী সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যেন বিনিয়োগেরউপর মুনাফা হতে ঋণ ফেরত দেয়া হয়। এই ধরনের ঋণ শক্তি উৎপাদন, মহাসড়ক ও কৌশলগত সড়ক নেটওয়ার্ক, উড়াল সড়ক, পাতাল সড়ক নির্মাণ, বিমান ক্রয় প্রভৃতির জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। সকল শর্তযুক্ত ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে অবশ্যই অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত অরেয়াতি ঋণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির (Standing Committee on Non-concessional Loanঅনুমোদন প্রয়োজন হবে। উক্ত কমিটিঋণ স্থিতিশীলতার বিভিন্ন সূচকগুলো বিশ্লেষণপূর্বকদেশে ঋণের সার্বিক স্থিতিশীলতা পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মন্তব্যের ভিত্তিতে এ ধরনের ঋণ গ্রহনের অনুমোদন দিতে পারে। **৩.১.৮ বৈদেশিক সহায়তা গ্রহনের শর্তাবলী (Conditions ofacceptance):**সরকার ওই ধরনের বৈদেশিক সহায়তা নিরুৎসাহিত করবে যার প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা

	any or all offers of foreign assistance where it considers transaction costs to be unacceptably high, alignment to government priorities to be insufficient, conditionalities to be excessive and contrary to existing laws, rules and policies of the country, andinadequate compliance with the principles and modalities of this policy.	ব্যয় অগ্রহণযোগ্যভাবে বেশি, যাসরকারের অগ্রাধিকারের সাথে পর্যাপ্তভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যা অত্যধিক শর্তযুক্ত বা দেশের বিদ্যমান আইন কানুন, বিধি ওবৈদেশিক সহাযোগিতা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি পদ্ধতির সাথে যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
4.	**3.2. Aid Mobilization** The following institutional and policy measures shall be applied to assistance mobilization, negotiation and agreement. A coherent policy approach here is important to address the challenges of aid fragmentation and overlapping in projects and ensure alignment with national priorities, promote a coordinated and country-led approach and sustain results of cooperation. **3.2.1.Preparation of a Priority List**: A sector priority list containing proposals for external financing for each financial year (reviewd periodically) shall be prepared by ERD in consultation with line Ministries/Divisions and sector Divisions of the Planning Commission. The list shall be based on the Five Year Plan,Annual Development Programme, sector plans as well as on an assessment of available domestic resources and the need for complementary external funds. This list shall be the primary basis for resource mobilization. **3.2.2.Preparation of Project Proposals and Initial Approval:** Any line Ministry/Division seeking foreign assistance against any programme/project, enlisted in the priority list, shall develop the proposal to the extent possible in details and ensure initial	**৩.২. বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ (Aid Mobilization):** বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যথা বৈদেশিক সহায়তার খন্ডায়ন ওপ্রকল্পের অধিক্রমন রোধ,জাতীয় অগ্রধিকারের সাথে বৈদেশিক সহায়তার সঙ্গতিপূর্ণতা বৃদ্ধি, একটি সমন্বিত ও জাতীয় নেতৃত্বাধীন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং উন্নয়ন সহায়তার ফলাফল টেকসইকরণের জন্য একটি সুসংহত নীতিমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায়, বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ এবং এ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে। **৩.২.১ "অগ্রাধিকার তালিকা" প্রণয়নঃ** ইআরডি বৈদেশিক সহায়তা আহরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে নিয়মিতভাবেবহিঃস্থ অর্থায়নের প্রস্তাব সম্বলিতএকটি বার্ষিক খাতভিত্তিক "অগ্রাধিকার তালিকা" প্রণয়ন করবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা,খাতভিত্তিক পরিকল্পনা, লভ্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের বিশ্লেষণ ও পরিপূরক বহিঃস্থ তহবিলের চাহিদার ভিত্তিতে এই তালিকা প্রনয়ন করা হবে। এই তালিকা সম্পদ সংগ্রহের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। **৩.২.২ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও প্রাথমিক অনুমোদনঃ** সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/ বিভাগসমূহউপরোক্ত অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য বৈদেশিক সহায়তা চেয়ে একটি বিস্তারিত প্রস্তাবনা বাPDPP(Preliminary Project Development Proposal- প্রাথমিক প্রকল্প উন্নয়ন প্রস্তাবনা) তৈরি

	approval of the PDPP (Preliminary Project Development Proposal)by the Planning Commission. While preparing proposal, feasibility study, quality assurance, including risk analysis and mitigation steps thereof, shall have to be ensured by the line Ministry/Division seeking assistance. Pursuant to the government's instruction, any project of above 30 crore BDT value shall undergo feasibility study. Government's own fund and expertise shall be used for feasibility study and no technical assistance shall be used at this stage for feasibility study. **3.2.3.Approaching ERD**: Line Ministry/Division shall formally approach the ERD for exploring fund from external sources with proposals that have been initially approved by S/PEC(Special/Project Evaluation Committee) or formally approved by the Planing Minister or ECNEC as the case maybe. **3.2.4.Fund Search Committee Meeting**: In cases of un-identified donors, ERD, may, wherever necessary, hold fund search committee meeting after receiving funding proposals from different line Ministries/Divisions to find potential development partners. While considering for funding assistance, ERD shall ensure that the proposal is consistent with national development priorities, compliant with national and global commitments to development effectiveness and with the National Development Cooperation Policy. It shall also review sector development plan and projects in implementation in the same sector to avoid overlapping and fragmentation. ERD shall also undertake a comparative analysis of costs of different donors, where possible and needed, before deciding any potential development partner to be approached. Senior level representatives of concerned line Ministry/Division and Sector of Planning Commission shall attend the Fund Search Committee	করবে যাপরিকল্পনা কমিশনদ্বারা প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/বিভাগসমূহকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই , গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য ঝুঁকি পর্যালোচনা এবং সেই ঝুঁকিসমূহ নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ সনাক্তকরণ প্রভৃতি দিকগুলো অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০ কোটি টাকার উর্ধ্বের কোনও প্রকল্প অনুমোদনের আগে অবশ্যই এর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে এ ধরনের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং এর জন্য কোনও কারিগরি সহায়তা ব্যবহার করা যাবেনা। **৩.২.৩ ই আর ডি'র নিকট প্রস্তাব পেশকরণঃ** প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পরিকল্পনা কমিশনের S/PECঅথবা ক্ষেত্রবিশেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী বা ECNEC হতে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হবার পর তাসংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/ বিভাগসমূহ ই আর ডি'র নিকট পেশ করবে। **৩.২.৪ বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সভা** বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/ বিভাগসমূহ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের মধ্যে যেগুলোর ক্ষেত্রে কোন দাতাসংস্থা সনাক্ত করা হয়নি, সেগুলো নিয়ে প্রয়োজনে আরও পর্যালোচনার জন্য ই আর ডি বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সভা আয়োজন করবে যেখানে প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য উন্নয়ন সহযোগী অনুসন্ধান করে দেখা হবে। ই আর ডিপ্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে এবং সেই সঙ্গে কার্যকর উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ ও জাতীয় বৈদেশিক সহায়তা নীতিমালারসাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা পর্যালোচনা করে দেখবে। একই সঙ্গে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট খাতের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উক্ত খাতে বাস্তবায়নকৃত অন্যান্য প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা হবে যাতে কোন ধরনের খন্ডায়ন ও প্রকল্প অধিক্রমন না হয়। সেই সাথে,বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীভেদে সম্ভাব্যপ্রকল্প ব্যয়ের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণও এ পর্যায়ে করে দেখা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/ বিভাগসমূহ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক বিভাগসমূহের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবেন।

	meeting. **3.2.5. Formal Communication for Financing to Development Partners andNegotiation**: As per the recommendation of the Fund Search Committee, ERD shall write to potential development partners for assistance. ERD shall use S/PEC approved project/programme document for negotiation with development partners. During any aid negotiationERD shall minutely review expenses related to consultancy services,foreign travel and procurement of vehiclesin terms of Value for Money, use of indigenous resources, decreasing reliance on external resources, national priorities and existing ground realities. There should be sufficient justification that these expenses are absolutely needed for achieving goals and targets of projects/programmes. For a technical assistance the threshold for consultancy referred in this Policyshould be adhered toas closely as possible.In order to minimize the transaction costs, unjustified and parallel missions should be discouraged and development partners will be advised to field joined missions for multi-donor or pooled funded projects. **3.2.6. Formal DPP/TPP**: After successful negotiation, the agreed upon document shall be the basis for DPP/TAPP for the government and project document for the development partner. The government approved TAPP/DPP shall be the main basis of project/programme management and implementation. Planning Commission will ensure that the DPP/TAPP is well drafted and the financing is inevitably linked with the expected results of the development activities. Project document shall have the in-built mechanism to monitor the progress in terms of achieving the temporal targets so that the project is bound to deliver results.	**৩.২.৫ অর্থায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন ও আলাপ আলোচনাঃ**বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ই আর ডি সম্ভাব্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে অর্থায়নের জন্য লিখিতভাবে যোগাযোগ করবে। এক্ষেত্রে, ই আর ডি'র সাথে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার জন্য ইতঃপূর্বে প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প/ কর্মসূচী দলিলকে ভিত্তি হিসাবে ধরা হবে। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার ক্ষেত্রেবিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক সেবা গ্রহন, বিদেশ ভ্রমণ ও যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়সমূহ পর্যালোচনা করার সময় উক্ত খরচের বিপরীতে এর প্রকৃত সুফল,দেশীয় সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বহিঃস্থ সম্পদের উপর নির্ভরতা হ্রাস,জাতীয় অগ্রাধিকার ও তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি প্রভৃতি দিকসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা হবে। উক্ত ব্যয়সমূহ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপরিহার্য বলেপ্রতীয়মান হলেই তা ন্যায্যতা পাবে। কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ/ পরামর্শক সেবা গ্রহনে এই নীতিমালায় প্রদত্ত সীমারেখা যথাসম্ভব পালন করতে হবে।বৈদেশিক সহায়তার প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়সীমিতকরণের লক্ষ্যে অহেতুক ও সমান্তরাল বিশেষজ্ঞ মিশন নিরুৎসাহিত করতে হবে। এর পরিবর্তে যৌথ অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে দাতাসংস্থাসমূহকে যৌথ বিশেষজ্ঞ মিশন প্রেরণে উৎসাহিত করতে হবে। **৩.২.৬ উন্নয়ন/ কারিগরি প্রকল্প ছক (DPP/TPP)** তৈরি: উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সফল আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার প্রেক্ষিতে অনুমোদিত দলিল সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ছক/ কারিগরি প্রকল্প ছক (DPP/TAPP) এবং উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রকল্প দলিলের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। সরকার অনুমোদিত TAPP/DPP কোন একটি প্রকল্প/ কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। উন্নয়ন প্রকল্প ছক/ কারিগরি প্রকল্প ছকের খসড়া যেন মানসম্মত হয় এবং প্রকল্পের সার্বিক অর্থায়ন যেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত হয় পরিকল্পনা কমিশনকে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের ফলাফল নিশ্চিতকল্পে সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের বিপরীতে প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষনের জন্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় কলাকৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

5.	**3.3. Foreign Assistance Disbursement and Utilisation** There is a significant gap between the commitment and disbursement of external resources in Bangladesh resulting in inflated pipelines and lower development results. There are several issues responsible for low disbursement and utilization. Therefore, the following steps shall be pursued to address the challenges of low disbursement and utilization. (1) A Project Officer should be identified keeping in mind qualifications needed and he should be in place at the time of negotiations of assistance for the project or programme. (2) When negotiating programme or project proposals, ERD and the respective line ministry/ies shall consider realistic government absorption capacity, project readiness and delivery and implementation capacities and evaluate proposals accordingly. (3) ERD shall ensure risk assessment and mitigation for all steps in project or programme cycle. ERD shall also organize meetings, workshops and consultations involving both the government line Ministries and development partners, where needed, to discuss the constraints and challenges concerning effective disbursement and use of external assistance, particularly pipeline constraints. (4) Whereever appropriate, more flexibility and delegated authority should be put in place for accommodating necessary changes in project plan and financing during implementation. (5) Planning Commission (PC) will adopt appropriate measures to enhance the capacity of the staff involved in planning, processing, approving and implementing the	**৯. বৈদেশিক সহায়তার ব্যয়ন (disbursement) ও ব্যবহার (utilization):** বৈদেশিক সহায়তার অঙ্গীকার ও ব্যয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান থাকার ফলে অপেক্ষমান (pipeline) সহায়তার পরিমাণ বেড়ে যায় যা উন্নয়ন ফলাফলকে ব্যাহত করে। নিম্ন ব্যয়ন ও ব্যবহার নানা কারণে হতে পারে। সেজন্য নিম্ন ব্যয়ন ও ব্যবহার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে— (১) সরকারের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রকল্প কর্মকর্তা সনাক্ত করতে হবে যিনি প্রকল্প বা কর্মসূচি সহায়তা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার সময় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবেন। (২) উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনার সময় ইআরডি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সরকারের বাস্তব ধারণ, বিতরণ এবং বাস্তবায়ন ক্ষমতা বিবেচনা করবে এবংতদানুযায়ী প্রস্তাব মূল্যায়ন করবে। (৩) ইআরডি প্রকল্প বা কর্মসূচি চক্রের (project or programme cycle) সকল ধাপে ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রশমন নিশ্চিত করবে। ইআরডিবিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে কার্যকর ব্যয়ন এবং ব্যবহারের সমস্যা বিশেষকরে পাইপলাইনে থাকা সহায়তার সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য সভা, কর্মশালা এবং পরামর্শ সভার আয়োজন করবে। (৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যথোপযুক্ত ক্ষেত্রেউক্ত প্রকল্পের পরিকল্পনা ও অর্থায়নে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের সুযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে। (৫) সরকারের পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প পরিকল্পনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নকল্পে কোন প্রকল্পের কর্মকর্তা পর্যায়ে পুনঃপুনঃ পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করতে হবে।

	projects at the PC, Ministry or Agency level. Frequent project staff rotation should be discouraged for smooth implementation of the project.	
	3.4. Capacity Development and Technical Assistance Enhanced capacity of government institutions andhuman resources is fundamental to improve management of development results, including improvement in accountability and transparency. Adequate capacity is also highly important to strengthen national negotiation and project implementation abilities. Therefore, capacity development initiatives will be embedded in the comprehensive, needs based, national capacity development framework for human resource and organisational capacity development. This holistic framework shall provide a coherent methodology and monitoring mechanism for effective capacity development across government and all development partners. Adequate measures for capacity transfer and sustainability across the government shall be integrated. The following policy parameters shall be adhered in relation to the use of technical assistance: (1) Technical Assistance (TA) shall be demand-driven and integrated into a comprehensive national capacity development strategyinvolving foreign assistancewhich may be developed by the government under the coordination of ERD; (2) TA shall be acquired on the basis of a comprehensive and prioritised inventory of the gaps in the country's technical capabilities. The need for TA shall be carefully synchronized with, and be part of the national planning, in general, and human resources development strategy, in particular. A clear strategy for capacity transfer shall	**৩.৪ সক্ষমতা উন্নয়ন (Capacity Development) ও কারিগরি সহায়তা:** উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট জনবলের পেশাগত উৎকর্ষ অপরিহার্য। সেই সাথেউন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলাপ আলোচনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও উক্ত উৎকর্ষসাধন অতীব জরুরী। তাই, জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাঠামোতে প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট জনবলের পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এরূপ কাঠামো সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি সুসংহত নীতিপদ্ধতি ও পরিবীক্ষন প্রণালী প্রদানে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া সরকারের সর্বস্তরে সক্ষমতা স্থানান্তর ও টেকসইকরণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। কারিগরি সহায়তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিগত মানদন্ড ব্যবহার করা যেতে পারেঃ (১) কারিগরি সহায়তা চাহিদাভিত্তিক হতে হবে এবং তা ই আর ডি'র মাধ্যমেসরকার কর্তৃক সম্ভাব্য প্রস্তুতব্য পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে; (২) কারিগরি সহায়তা দেশের সক্ষমতা ঘাটতি সম্পর্কিত পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হবে। কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সার্বিকভাবে জাতীয় পরিকল্পনা এবং বিশেষভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ হতে হবে। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পদলিলে সক্ষমতা হস্তান্তরের একটি কার্যকর কৌশল বিবৃত থাকবে;

	be mentioned in TA projects' documents. (3) National expertise shall be used in TA project implementation as far as possible.International consultants and/ or experts may be recruitedonly in appropriate cases with proper justification. In case of international consultants and/or experts, the cost should not exceed 25% of the total cost of the project, without appropriate and over-reaching national benefit and consideration. (4) The government shall have an active role in all stages of recruitment of consultants and professionals, be they national or international, and ensure that they are need-based. No consultant and expert shall be recruitedwithout informing the government. The government shall have the right to cancel or recommend cancellation of contract of any consultant and or experts, which is deemed not to be beneficial to the implementation of the project or achieving its goals.	(৩) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নে যতদূর সম্ভব দেশীয় বিশেষজ্ঞের ব্যবহার করতে হবে । শুধুমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথাযথ যৌক্তিকতা থাকলেআন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া যাবে।সার্বিক জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ বাবদ ব্যয় মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২৫% এর বেশি হবে না । (৪) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যেকোনো প্রকার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের একটি সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। একই সঙ্গে, উক্ত প্রকার নিয়োগ যেন চাহিদাভিত্তিক হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।সরকারপক্ষকে অজ্ঞাত রেখে কোন বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ দেয়া যাবেনা। একই সাথে, কোন বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক কর্তৃক প্রদত্ত সেবা কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা এর উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে লাভজনক প্রমাণিত না হলে উক্ত বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শকের নিয়োগ বাতিলের অধিকার সরকারের থাকবে।
	3.5. Emerging development actors and finance flows Emerging donors from the Global South, private sector, civil society, philanthropic foundations, and corporate social responsibility programs etc. are now considered as partners in development and are increasingly engaged in development dialogue. Particularly, South-South cooperation is evolving as a highly promising source of development cooperation. On the other hand, given Bangladesh's high level exposure to climate change risks, hazards and vulnerabilities, the government is an active participant in climate change related financing discussions and activities. Bangladesh has already developed coherent and detailed strategic approach and mitigation plan and strategy. However, it requires support from the international funds and international communities to address its climate change vulnerabilities. The following policy measures shall be	**৩.৫ উদীয়মান উন্নয়ন সহযোগী ও উন্নয়ন অর্থায়ন প্রবাহঃ** দক্ষিণের উদীয়মান উন্নয়নসহযোগীসমূহ, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, হিতৈষী সংগঠন ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত জনসেবামুলক কর্মকান্ড গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং উন্নয়ন আলোচনায়ও তাদের অংশগ্রহন বাড়ছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা ক্রমশ উন্নয়ন সহযোগিতার একটি অতি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভুত হচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে, সেহেতু বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অর্থায়ন ও কর্মকান্ডের সাথেও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত।বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে সুসংহত ও বিস্তারিত কৌশলগত পন্থা এবং সেই সাথে ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা ও কৌশল হাতে নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির ঝুঁকি নিরসনের জন্য সামনের দিনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ও তৎসংশ্লিষ্ট তহবিল হতে আরও সহায়তা প্রয়োজন হবে। উদীয়মান উন্নয়নসহযোগী ও জলবায়ু পরিবর্তন

	applied to receive assistance from the emerging donors and climate change funds and maintain development partnership with private sector, civil society and NGOs. **3.5.1. South-South Cooperation** South-South Cooperation, as cooperation between developing countries, can cover the exchange of technology, investment, labour, goods and services, ODA, credit as well as expertise between countries of the South. It is devised on a peer-to-peer approach. As a complement to traditional North-South modes of support, South-South cooperation has the potential to provide solutions that are more contextualised, demand-led, responsive, flexible, cost-effective and sustainable. ERD, in consultation with other relevant ministries, shall seek ways to strengthen south-south resource mobilization and watch over the quality of south-south resources, paying particular attention to the following: (1) Ensure ownership and alignment by using existing policy, planning and review processes. South-South cooperation should be part of a sector programme wherever possible, by linking to sector results and monitoring framework; (2) South-South and Triangular initiatives should be subject to the same principles and practices that promote results, alignment, transparency, accountability and un-tying as other types of development cooperation. They should be included in policy and planning dialogue with	সংক্রান্ত তহবিল হতে সহায়তা লাভ এবং সুশীল সমাজ, হিতৈষী সংগঠন ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে নিম্নোক্ত নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবেঃ **৩.৫.১ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাঃ** দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বলতে সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, শ্রম, পণ্য, সেবা, বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য, ঋণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময়কে বোঝায়। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা সাধারণত বিশ্বের সমকক্ষীয় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বেশি প্রাসঙ্গিক, চাহিদা মাফিক, নমনীয়, সাশ্রয়ী, ও টেকসই উন্নয়ন সমাধান প্রদানে সক্ষম। ইআরডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে দক্ষিণের দেশসমূহ হতে আর্থিক সহায়তা আহরণ করতে পারে এবং এ সম্পদের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারে— (১) বিদ্যমান নীতি, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় মালিকানা ও জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা সেক্টর কর্মসূচির আওতায় পরিচালনা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এ কর্মসূচিকে খাতওয়ারি ফলাফল ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। (২) অন্য সকল উন্নয়ন সহযোগিতার ন্যায় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাও ফলাফল, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সামঞ্জস্যতা সম্পর্কিত নীতি ও চর্চা দ্বারা পরিচালিত হবে। একই সাথে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নীতি সংলাপের সময় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

	partners; (3) In order to maximise the impact of South-South and Triangular support improved knowledge management arrangements shall be created in ERD to record, disseminate, scale-up and replicate the results of South-South initiatives. **3.5.2. Climate Finance** The government shall aim to ensure coherence, transparency and predictability for effective climate change finance. Therefore, the following policy strategies shall be considered while managing climate finance. (1) Climate finance shall support implementation of Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), National Adaptation Programme of Action (NAPA), Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA), and other national and sector action plans on climate change; and develop capacity to access (both directly or indirectly), leverage, coordinate and deploy climate finance; (2) The government shall promote private sector engagement on climate finance; *(3)* All development partners shall be required to report their climate change related expenditure, both on-budget and off-budget, to AIMS to ensure transparency and effective planning for climate change mitigation activities; (4) ERD shall coordinate with major line Ministries/Divisions dealing with climate, review progress and challenges of climate financing and climate project implementation,	(৩) দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমুখী সহযোগিতার সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উন্নত জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ই আর ডি তে উক্ত প্রকার সহযোগিতা কার্যক্রমসমূহের ফলাফল সংরক্ষণ, প্রচার ও অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **৩.৫.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অর্থায়ন** সরকার নিম্নোক্ত নীতি পদ্ধতি অনুসরণের মাদ্ধমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অর্থায়নের কার্যকর সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে— (১) জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়া জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা যথা- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন পরাকৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (national adaptation plan), জাতীয়ভাবে উপযুক্ত ঝুঁকি নিরসন কর্ম (Nationally Appropriate Mitigation Actions, এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় ও খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। সেই সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু অর্থায়ন সংগ্রহ, সমন্বয় ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এটি সহায়তা করবে। (২) সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অর্থায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে; (৩) সকল উন্নয়ন সহযোগী তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বাজেটভুক্ত ও বাজেটবহির্ভূত ব্যয়ের বিস্তারিত এইমস এ সরবারহ করবে- যাতে করে পরিকল্পিত ভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন নিরসন সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয়। (৪) ই আর ডি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/ বিভাগসমূহের সাথে সমন্বয়করণ, জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ

	promote a whole-of-government approach to climate funds, ensure a pipeline of credible and bankable projects for international climate funding and watch over and be pro-active for additional climate funding parallel to traditional ODA. **3.5.3. Partnership with Private Sector** Private sector finance flows, international and domestic, is far more significant and increase more rapidly than public flows. This means DP and government need to explore and understand how private sector can become effective development actors in their own right, while also understanding the limitations of this concept. Government and DPs can play a crucial role in ensuring that public private partnerships actually benefit the poor and that the aim of profit seeking, inherent to private sector actors, is balanced against the public good. The following guidelines should be adhered to while pursuing such partnerships: (1) Where the private sector brings better value for money, ERD, in dialogue with other relevant government institutions, shall undertake efforts to mobilize external assistance that catalyzes a stronger, pro-poor and sustainable private sector engagement in development, aligned with national policies and plans, in an accountable and transparent manner, ensuring fair risk and cost sharing. (2) The government shall explore blended finance, using public funds to unlock private and philanthropic capital for development. This can include, for example, public private partnerships, aid to promote technology	পর্যালোচনাকরণ, জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারব্যাপী একটি পন্থা অনুসরণ, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত একাধিকঅপেক্ষমান তহবিলের যোগান তৈরি তৈরি এবং প্রথাগত বৈদেশিক সহায়তার বাইরে অতিরিক্ত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তৎপর থাকবে। **১৪.৩ বেসরকারি খাতের সাথে সহায়তাঃ** বেসরকারি অর্থায়ন প্রবাহের প্রবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই, সরকারি খাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি এবং তা অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে, বেসরকারি খাতকে তার নিজস্ব অবদান বিবেচনায় কীভাবে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে রূপান্তর করা যায় তা নিয়ে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তবে, একই সাথে এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনা করাও জরুরি। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব যাতে প্রকৃতার্থে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পরিচালিত হতে পারে এবং বেসরকারি খাতের সহজাত মুনাফার আকাঙ্ক্ষা ও জনকল্যাণের মধ্যে যাতে একটি ভারসাম্য তৈরি করা যায় তা নিশ্চিতকরণে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। (১) এমতাবস্থায়, যেসকল ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত অর্থের অধিক উপযোগিতা আনয়নে সক্ষম বলে প্রতীয়মান হবে, সে সকল ক্ষেত্রে ইআরডি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় নীতি পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক উপায়ে মুনাফা ও ঝুঁকির ন্যায্য অংশিদারীত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের শক্তিশালী, দরিদ্র বান্ধব অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে বহিঃসম্পদ আহরণের বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে। (২) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি ও জনহিতৈষীমূলক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে সরকারি তহবিল ব্যবহারের লক্ষে মিশ্র অর্থায়ন পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এ ধরনের অর্থায়নের উদাহরণ হতে পারে- সরকারি-বেসরকারি

	transfers, aid for greater remittance generation and better use of remittances, aid to stimulate the enabling environment for capital market development, private sector development, aid to strengthen tax generation or aid to catalyze private investment. **3.5.4. Civil Societies, NGOs and Other Stake-holders** The civil society, NGOs and other non-state stakeholders play an important role in social sector development cooperation. Their complementarity and integration with national development goals and priorities needs to be encouraged. The policy therefore suggests the following measures: (1) CSOs, NGOs and similar organisations shall be able to receive funds from external sources to implement development in alignment with national priorities; (2) Development partners shall be required to report their commitments and disbursements through non-state stakeholders to AIMS to ensure government is aware of their contribution and to avoid overlap or uncoordinated work.	অংশীদারিত্ব, প্রযুক্তি হস্তান্তর, অভিবাসীদের দ্বারা প্রেরিত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার, পুঁজি বাজারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রদত্ত সহায়তা। **৩.৫.৪ সুশীল সমাজ, এন জি ও এবং অন্যান্য অংশীজনঃ** সুশীলসমাজভুক্ত প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাসমূহ উন্নয়ন অর্থায়নের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।তবে, তাদের কর্মকাণ্ডসমূহকে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের সাথে আরও বেশী মাত্রায় সম্পৃক্তকরণ ও পরিপূরক করবার প্রয়োজন রয়েছে। এমতাবস্থায়, এই নীতিমালা নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করছে— (১) সুশীল সমাজভুক্ত প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সমধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বৈদেশিক উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে; তবে এ ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রাধিকারকে বিবেচনায় নিতে হবে। (২) উন্নয়ন সহযোগীরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান করলে তার তথ্য তথাপ্রতিশ্রুতি ও প্রকৃত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ এইমস এর মাধ্যমে ই আর ডি'র নিকট পেশ করবে যাতে করে সরকার এ ব্যাপারে অবহিত থাকে এবং সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কোনও ধরনের অধিক্রমন বা সমন্বয়হীনতা দেখা না দেয়।
6.	**3.6. Accountability for Results, Transparency and Predictability in Development Cooperation** **3.6.1Accountability for Results** The Development Results Framework (DRF), articulated in the Five Year Plan, defines the country's key medium term planned results. The DRF represents the country's ownership and	**৩.৬ উন্নয়নের সুফলের জন্য জবাবদিহিতা, উন্নয়ন সহযোগিতায় স্বচ্ছতা ও নিশ্চয়তাঃ** **৩.৬.১ উন্নয়নের সুফলের জন্য জবাবদিহিতা** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ফলাফলের বিষয়ে সরকারের কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। উন্নয়ন ফলাফল

	commitment to achieve results of development interventions. The overall DRF should form the basis for medium term sector-specific result frameworks, which in turn should form the basis of development cooperation in each sector and the guiding framework for discussions in sector working groups. Sector results frameworks are a key step in increasing the coordination of development activities and in strengthening the alignment of donor work with government priorities, anchoring development cooperation in the government's national plan. Sector result frameworks increase the accountability for results of all involved – government as well as DPs. As such, the following measures shall be taken while managing and implementing development cooperation to ensure results. (1) ERD shall mobilize external resources based on expected results linked with national and sector result frameworks; (2) Progress of foreign aided programmes and projects shall be monitored and evaluated by the government through the IMED against these planned national and sector results using common format of 'monitoring evaluation and reporting'; (3) Unilateral evaluation missions from DPs shall be discouraged. Rather inclusive missions involving ERD, Planning Commission, line ministry and DPs shall be commissioned in all stages of evaluation and monitoring of projects involving external resources shall be encouraged; (4) Local level oversight shall be established through an appropriate district level body i.e. District Development	কাঠামো বা ডিআরএফ বস্তুত উন্নয়ন কার্যক্রমে জাতীয় মালিকানা ও ফলাফল অর্জনে জাতীয় অঙ্গীকারকে তুলে ধরবে। সামগ্রিক উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো মধ্যমমেয়াদি খাত-ভিত্তিক ফলাফল কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে যা চুড়ান্তভাবে বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে এবং সেই সাথে খাত-ভিত্তিক বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের আলোচনার সহায়ক কাঠামো হিসেবে কাজ করবে। খাতভিত্তিক ফলাফল কাঠামোসমূহ উন্নয়ন কার্যক্রমের উত্তরোত্তর সমন্বয় এবং সরকারের অগ্রাধিকারের আলোকে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের বিন্যাসকে শক্তিশালী করাসহ সরকারের জাতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন সহযোগিতাকে একীভূত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে । এর ফলে খাতভিত্তিক ফলাফল কাঠামোসমূহ উন্নয়ন ফলাফল অর্জনে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে। এমতাবস্থায়, উন্নয়নের সুফল নিশ্চিতকল্পেউন্নয়ন সহায়তা পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। (১) ইআরডিজাতীয়এবং খাতভিত্তিক ফলাফল কাঠামোর প্রত্যাশিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেবৈদেশিক সম্পদআহরণ করবে। (২) জাতীয় ও খাতভিত্তিক ফলাফল কাঠামোর বিপরীতে সরকারের 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতিনিরীক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে 'পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন' শীর্ষকএকটি কাঠামো ব্যবহার করা হবে। (৩) উন্নয়ন সহযোগীদের তরফ থেকে কোনও প্রকার একতরফা প্রকল্প মূল্যায়ন নিরুৎসাহিত করা হবে। বরঞ্চ প্রকল্পের সকল পর্যায়ে ই আর ডি, পরিকল্পনা কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহনে সমন্বিত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে উৎসাহিত করা হবে।এধরনের সমন্বিত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বহিস্থ সম্পদের সংশ্লেষ থাকতে পারে।

	and Coordination Committee (DDCC). DDCC will review the implementation progress of the foreign aided projects and share its feedback with implementing Ministry, Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) and ERD. AIMS Links to on-going foreign aided projects (with abridged profiles such as cost of the project, major components, major beneficiaries, development partners, etc.) shall be uploaded on the district web portal to ensure transparency and public oversight.	(৪) স্থানীয় পর্যায়ে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি তদারকির জন্য জেলা পর্যায়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিককাঠামো তৈরি করা হবে। এ ক্ষেত্রে জেলাউন্নয়ন ওসমন্বয়কমিটি (ডিডিসিসি) সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে।ডিডিসিসি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নঅগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়,বাস্তবায়নপরিবীক্ষণ ওমূল্যায়ন বিভাগ(আইএমইডি) এবংইআরডি'র নিকট প্রেরণ করবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থেপ্রত্যেক জেলার অনলাইন ভিত্তিক তথ্য বাতায়নে ই আর ডি'র এইমস-এর ঠিকানাটি সংযোজিত করা হবে যাতে করে প্রত্যেক জেলায় চলমান প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্তসার (প্রকল্প ব্যয়, মূল উপাদানসমূহ, মূল স্বত্বভোগী, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীসমূহ প্রভৃতি) সহজেই জানা যায়।
7.	**3.6.2. Transparency and Predictability** An essential precondition for the effective management and coordination of development assistance is the availability of accurate, timely, comprehensive and forward looking aid data. Building on the internationally agreed transparency standards, the following measures shall be taken to strengthen predictability and transparency in and alignment of development cooperation: (1) Commitments and disbursement of all external assistance in Bangladesh shall be required to be reflected by development partners in the Aid Information Management System (AIMS), to give the information of total planned and actual disbursement in any form of external assistance and allow for a better targeted internal and external resource mobilization plan; (2) DPs shall provide multiyear country-plan and quarterly update programme and project information, including	**৩.৬.২ স্বচ্ছতা ও সম্ভাব্যতা** উন্নয়ন সহায়তার কার্যকরব্যবস্থাপনাও সমন্বয়েরএকটি অপরিহার্যপূর্বশর্ত হলো বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত সঠিক, সময়োপযোগী,বিস্তৃতএবংভবিষ্যতমুখী তথ্যেরপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিকভাবেসম্মতস্বচ্ছতামান অনুসরণপূর্বকউন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও সামঞ্জস্যতা নিশ্চিতের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। (১)উন্নয়ন সহযোগীদেরকে বৈদেশিকসহায়তারঅঙ্গীকারএবংঅর্থ ছাড় সংক্রান্ত তথ্যসরকারেরএইডইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম(এইমস)-এ প্রদান করতে হবে। এর ফলে ইআরডি বৈদেশিক সহায়তার পরিকল্পিত ও প্রকৃত অর্থ ছাড়ের পরিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকবে। সেই সঙ্গে এই তথ্য সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্য সম্পদ নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। (২) উন্নয়ন সহযোগীরা সহায়তা সংক্রান্ত তাদের তিন-পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্পের ত্রৈমাসিক হালনাগাদ তথ্য, আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার, ব্যয়ন ও

	commitments, disbursements and expenditures, in the publicly accessible Aid Information Management System (AIMS); (3) Using AIMS data, ERD shall publisha Development Cooperation Report annually, reflecting the inflows of external development assistance in the country and assessing how effectively these flows are being managed by development partners and the government; (4) The list of approved foreign aided projects shall be displayed in ERD website and where appropriate in district website for public access to project objectives and intended development results.	খরচের তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত তথ্যবাতায়ন তথা এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (AIMS) প্রদান করবে। (৩) এইমস -এর তথ্য ব্যবহার করে ইআরডি বার্ষিক ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। উক্ত প্রতিবেদনে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা প্রবাহের গতি-প্রকৃতি এবং বৈদেশিক সহায়তার প্রকৃত কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ থাকবে। (৪) উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে অধিক জনসচেতনতা তৈরি এবং উন্নয়নের সুফল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনুমোদিতবৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের তালিকা ই আর ডি ওয়েবসাইটে ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক তথ্যবাতায়নে প্রদর্শন করতে হবে।
8.	**PART IV: PARTNERSHIP AND COORDINATION MECHANISM** An effective coordination mechanism is important to ensure results-oriented partnership management within the government and between the government and development partners. To facilitate the DPs to provide effective support under country leadership and enable the line Ministries and Divisions to undertake development interventions using external resources complying with a common set of policy approach of the government, there is need to maintain and nurture constructive and mutually beneficial coordination mechanism. The fundamental of the partnership between the government and development partners is that it should be rooted deep in the spirit of equal partnership. In order to ensure an enabling environment for equal partnership, the government through its Ministries and Divisions shall provide, sustain, lead and strengthen national and sector level coordination and dialogue mechanism already in practice through working groups. The	**১০. অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনা** একটি কার্যকর সমন্বয় প্রক্রিয়া সরকারের মধ্যে এবং একই সঙ্গে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ফলাফলভিত্তিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন সহযোগীগণ যাতে জাতীয় নেতৃত্বের আওতায় তাদের উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করতে পারে এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও সরকারী সংস্থাসমূহ যাতে সরকারের একটি সার্বজনীন নীতিপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক উন্নয়ন সহায়তা গ্রহন করে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেসেজন্য সম-অংশীদারিত্বের চেতনায় প্রোথিত একটি গঠনমূলক ও পরস্পরের জন্য ফলপ্রসূ সমন্বয় কৌশল অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারীত্বের মূল ভিত্তি সমঅংশীদারীত্বের চেতনায় প্রথিত হতে হবে। উক্ত সমঅংশীদারীত্বের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির স্বার্থে সরকার তার মন্ত্রনালয় ও বিভাগগুলোর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে জাতীয় ও খাতভিত্তিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও আলোচনার জন্য বিদ্যমান ওয়ার্কিংগ্রুপ গুলোতে নেতৃত্বপ্রদান ও সেগুলো শক্তিশালীকরণে সচেষ্ট হবে। সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাত এই সমন্বয় কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই সমন্বয় ও সংলাপ

	coordination mechanism shall be inclusive of all relevant development partners, civil society organisations and private sector entities. The major objective of the coordination and dialogue forums will be to ensure joint implementation of programmes and Five Year Plan objectives, related policy dialogue and effective delivery of resources. Specific objectives will include focus on results and predictability of funding, decrease in fragmentation of aid, pragmatism in harmonization and simplification of development partner procedures. The aid coordination mechanism shall serve the purpose of ensuring mutual accountability and development results through regular review of a joint Government-DP partnership agreement and progress against sector result frameworks. Apart from national and sector forums, the government shall organize a Bangladesh Development Forum (BDF) meeting periodically to share and highlight government's development goals and discuss future partnerships with senior representatives of development partners. The BDF, as an inclusive mechanism involving government actors; CSOs; academics; and development partners, shall be a high-level political forum where policy level dialogue shall take place.	ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তৎসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের যৌথ বাস্তবায়ন, এতদসংক্রান্ত নীতিগত সংলাপ আয়োজন ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্ছিতকরণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসুমহের মধ্যে রয়েছে উন্নয়নকর্মকান্ডের ফলাফল ও উন্নয়ন সহায়তা প্রাপ্তি সুনিশ্চতকরনের উপর জোর দৃষ্টি দেয়া, উন্নয়ন সহায়তা বিভাজন হ্রাস এবংউন্নয়ন সহযোগীদের কার্যপদ্ধতিতে সামঞ্জস্যবিধান ও সহজীকরনে বাস্তবধর্মী পদক্ষপ গ্রহন।বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয় কাঠামোর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক জবাবদিহিতা এবং উন্নয়ন ফলাফল অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারের অংশীদারিত্ব চুক্তি যৌথ পর্যালোচনা ও খাতভিত্তিক উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো বিশ্লেষণ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে। জাতীয় এবং খাতভিত্তিক সমন্বয় ফোরাম ছাড়াও সরকার সময়ে সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ) সভা আয়োজন করবে। এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে মতবিনিময় ও পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিডিএফ সরকার পক্ষ, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়েনীতিগত পর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠানের একটি উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম হিসেবে কাজ করবে।
9.	**CONCLUSION: TOWARDS A SUSTAINABILE FINANCING STRATEGY** All finance should be targeted to support the economic, social, and environmental dimensions of sustainable development. Optimizing the contribution from all flows, including public, private, domestic and international is essential for financing sustainable development. Maximizing synergies, taking advantage of complementarities, and building on an optimal interplay of all financing sources is essential. Aid	**১৫. উপসংহারঃ টেকসই অর্থায়ন কৌশলের লক্ষ্যে** সকল অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য হবে আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়নের অর্থায়ন নিশ্চিতকল্পে সরকারি, বেসরকারি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎসসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ আবশ্যক। তাই অর্থায়নের সকল উৎসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি ও পারস্পরিক পরিপূরকতা নিশ্চিতকরণ আবশ্যক। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সরকারী ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ কমে আসলে সেক্ষেত্রে উক্ত সহায়তা আরও কার্যকরীভাবে

	could be more effective as its share declines precisely because it is relatively smaller as a percentage of GDP and government expenditure. The perennial problems of ownership and conditionality, dependency and absorption capacity are substantially less when aid is limited in size. ODA will increasingly be used as a catalyst of other types of development resources. ODA will not exclusively, but increasingly be invested where it can strengthen mobilization of domestic resources – from tax to infrastructure to the enabling environment for business and aid for trade. In other areas, ODA will increasingly be targeted on technical assistance which strengthens government's capacity to run its own human development agenda. Taking this road, development cooperation in Bangladesh will truly become a 'partnership of equals'.	ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কেননা, সেক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তার জাতীয় মালিকানা বৃদ্ধি, শর্তমুক্ততা নিশ্চিতকরণ, সহায়তার উপর অতি নির্ভরতা হ্রাস এবং একে যথাযথ ব্যবহার করবার সুযোগ আরও বেড়ে যায়। আগামীতে বৈদেশিক সহায়তা অন্যান্য সকল উন্নয়ন উৎসের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের সংগ্রহ বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থায়নে যথা কর ও রাজস্ব ব্যবস্থা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি ও বাণিজ্যের জন্য সহায়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানে বৈদেশিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এই পথ ধরেই, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতা সামনের দিনগুলোতে সত্যিকার অর্থে'সমকক্ষতার অংশীদারিত্ব' বিনির্মাণ করতে পারে।